তামাক কর
২০২০-২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট
প্রতিক্রিয়া ও সুপারিশ

২২ জুন ২০২০

আয়োজক:

সম্মানিত সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা

গোটা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশও এক চরম ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। কোভিড-১৯ মহামারী দেশের স্বাস্থ্য ও অর্থ খাতসহ সকল খাতকেই মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তামাককে করোনা সংক্রমণ সহায়ক হিসেবে চিহ্নিত করে এর ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার তাগিদ দিয়ে আসছে। সংস্থাটি বলছে, ধূমপানের কারণে শ্বাসতন্ত্রের নানাবিধ সংক্রমণ এবং শ্বাসজনিত রোগ তীব্র হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। এ বিষয়ে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের একাধিক গবেষণা পর্যালোচনা করে তারা জানিয়েছে, অধূমপায়ীদের তুলনায় ধূমপায়ীদের কোভিড-১৯ সংক্রমণে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।[১] এছাড়াও তামাক ব্যবহারের কারণে বিভিন্ন জটিল অসংক্রামক রোগ যেমন, হৃদরোগ, ক্যানসার, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে যা কোভিড-১৯ সংক্রমণেও ঝুঁকিপূর্ণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সতর্কতা আমলে নিলে দেশে বর্তমানে প্রায় ৪ কোটি তামাক ব্যবহারকারী মারাত্মকভাবে করোনা সংক্রমণ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এমতাবস্থায়, প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) এবং অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালায়েন্স-আত্মা'র উদ্যোগে তামাকবিরোধী সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকের ব্যবহার হ্রাস করতে ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে তামাকপণ্যে যুগোপযোগী এবং কার্যকর করারোপের লক্ষ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ও সুপারিশ গণমাধ্যমসহ অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে সরকারের কাছে তুলে ধরেছিলাম। আমাদের তামাক কর ও মূল্য বৃদ্ধি প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য ছিল কোভিড-১৯ মহামারী সংক্রান্ত স্বাস্থ্য ব্যয় এবং প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত অর্থ সংস্থান করা, যা একইসাথে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনের পথও সুগম করবে। তবে প্রস্তাবিত বাজেটে আমাদের দাবি উপেক্ষা করায় জনস্বাস্থ্য চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সরকার বাড়তি রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হবে এবং তামাক কোম্পানি আরো লাভবান হবে।

একনজরে বাজেট প্রতিক্রিয়া

প্রস্তাবিত বাজেটের সম্ভাব্য প্রভাব	চূড়ান্ত বাজেটে সংশোধনীর প্রস্তাব
সিগারেটের মূল্যস্তর সংখ্যা ৪টিতে অপরিবর্তিত রাখায় ভোক্তা তার সামর্থ্য অনুযায়ী ব্রান্ড বেছে নিতে পারবে। সম্পূরক শুল্ক না বাড়িয়ে নামমাত্র মূল্যবৃদ্ধি করায় এবং সম্পূরক শুল্কের একটি অংশ সুনির্দিষ্ট কর আকারে ধার্য না করায় সরকারের চেয়ে লাভবান হবে তামাক কোম্পানিগুলো।	সিগারেটের মূল্যস্তর সংখ্যা ৪টি থেকে ২টিতে (নিম্ন ও প্রিমিয়াম স্তর) নিয়ে আসা। নিম্ন ও মধ্যম স্তরকে একত্রিত করে দশ শলাকা সিগারেটের ওপর ১০ টাকা এবং উচ্চ ও প্রিমিয়াম স্তরকে একত্রিত করে ১৯ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা এবং উভয় স্তরে ৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।
সিগারেট, বিড়ি ও গুল সস্তা হবে এবং ব্যবহার বাড়বে। বিশেষ করে নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে গুলের ব্যবহার বাড়বে। তরুণদের মধ্যে তামাক ব্যবহার শুরুর প্রবণতা বাড়বে।	১০ শলাকা নিম্নস্তরের সিগারেটের খুচরা মূল্য ন্যূনতম ৬৫ টাকা এবং ২৫ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ৪০ টাকা নির্ধারণ করা, ১০ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য ২৩ টাকা নির্ধারণ করা এবং প্রতি ১০ গ্রাম জর্দা ও গুলের উপর যথাক্রমে ৫.৭১ টাকা এবং ৩.৪৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।
সরকার ১১ হাজার কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হবে। প্রায় ৪ কোটি তামাক ব্যবহারকারী চরম স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে পড়বে এবং দীর্ঘমেয়াদে প্রায় ৬ লক্ষ মানুষের অকাল মৃত্যু রোধ করা যেত তা সম্ভব হবে না।	অন্যান্য কর প্রস্তাবের সাথে সকল তামাকপণ্যের খুচরামূল্যের ওপর ৩ শতাংশ হারে সারচার্জ আরোপ করা।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

২০২০-২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে আমরা কী পেলাম?

এক কথায়- প্রস্তাবিত বাজেট তামাকবিরোধীদের হতাশ করেছে। বিশেষ করে সিগারেটের দাম প্রায় অপরিবর্তিত রাখায় প্রকৃতমূল্য হ্রাস পাবে এবং ব্যবহার বাড়বে। অন্যদিকে, টানা চতুর্থ বছরের মতো সিগারেটের করহার (সম্পূরক শুল্ক) প্রায় অপরিবর্তিত রাখায় (সারণি ১) লাভবান হবে তামাক কোম্পানিগুলো। ৪টি মূল্যস্তর অপরিবর্তিত রাখায় ভোক্তার কমদামি সিগারেট বেছে নেয়ার সুযোগ অব্যাহত থাকবে এবং কোম্পানি করফাঁকি দেয়ার সুযোগ পাবে। বিড়ি এবং গুলের ক্ষেত্রে অতিসামান্য মূল্যবৃদ্ধি দরিদ্র মানুষের মধ্যে এসব পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করবে ফলে অতিরিক্ত স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হবে। অন্যদিকে টানা চতুর্থ বছরের মত বিড়ির সম্পূরক শুল্ক অপরিবর্তিত রাখায় বিড়ি ব্যবসা লাভজনক হবে। তবে, বাজেটে জর্দার ওপর যে দাম বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে তা সন্তোষজনক হলেও যথেষ্ট নয়। প্রস্তাবিত বাজেটে সম্পূরক শুল্কের একটি অংশ সুনির্দিষ্ট কর আকারে আরোপ এবং সকল তামাকপণ্যের ওপর ৩ শতাংশ হারে সারচার্জ আরোপের দাবি আমলে না নেয়ায় সরকার ব্যাপক পরিমাণে রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হবে। অথচ, তামাকবিরোধীদের দাবি অনুযায়ী বাজেটে তামাক কর ও মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে তামাকপণ্যের ব্যবহার হ্রাসের পাশাপাশি তামাক খাত থেকে ১১ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত রাজস্ব আয় অর্জন করা সম্ভব হতো, যা সরকার করোনাভাইরাস মহামারী সংক্রান্ত স্বাস্থ্য ব্যয় এবং প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে ব্যয় করতে পারতো।

[1] https://www.who.int/news-room/detail/11-05-2020-who-statement-tobacco-use-and-covid-19

২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য আমাদের প্রস্তাব ছিল সিগারেটের কর-কাঠামো সহজ এবং যুগোপযোগী করে সিগারেটে দুইটি মূল্যস্তর এবং এডভ্যালোরেম (মূল্যের শতকরা হার) পদ্ধতির পাশাপাশি সম্পূরক শুল্কের একটি অংশ সুনির্দিষ্ট কর (স্পেসিফিক ট্যাক্স) আকারে আরোপ করা। কিন্তু প্রস্তাবিত বাজেটে এর কোনো প্রতিফলন দেখা যায়নি (সারণি ১ দেখুন)। অর্থাৎ সিগারেটের কর-কাঠামোয় বিন্দুমাত্র সংস্কার প্রস্তাব করা হয়নি। আপনারা জানেন, কর আহরণের এই এডভ্যালোরেম পদ্ধতি অতিরিক্ত জটিলতা তৈরি করে এবং কর ফাঁকির সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। সুনির্দিষ্ট কর শলাকার সংখ্যা (বিড়ি, সিগারেট) বা ওজনের (গুল, জর্দা) উপর আরোপ করা হয়। এই পদ্ধতিতে কর আহরণ এড ভ্যালোরেম (সম্পূরক) পদ্ধতির চেয়ে সহজ এবং তামাক কোম্পানির অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের সুযোগ বন্ধ করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সবমিলিয়ে এই বাজেট প্রস্তাব পাশ হলে করোনাকালীন জনস্বাস্থ্য ও অর্থনীতি চরম হুমকির মুখে পড়বে, লাভবান হবে তামাক কোম্পানিগুলো।

সারণি ১: সিগারেটের মূল্যস্তর, সম্পূরক শুল্ক ও করভার*

মূল্যস্তর	১০ শলাকা সিগারেটের মূল্য (টাকা)			সম্পূরক শুল্ক (%)	
	২০১৯-২০	২০২০-২১ (প্রস্তাবিত বাজেট)	আগের বছরের তুলনায় মূল্য বৃদ্ধি	২০১৯-২০	২০২০-২১ (প্রস্তাবিত বাজেট)
নিম্ন	৩৭+	৩৯+	৫.৪১%	৫৫	৫৭
মধ্যম	৬৩+	৬৩+	০.০০%	৬৫	৬৫
উচ্চ	৯৩+	৯৭+	৪.৩০%	৬৫	৬৫
প্রিমিয়াম	১২৩+	১২৮+	৪.০৭%	৬৫	৬৫

* করভার = সম্পূরক কর + ১৫% মূল্য সংযোজন কর (মূসক) +১% সারচার্জ।

প্রস্তাবিত বাজেটে নিম্নস্তরের প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের মূল্য মাত্র ২ টাকা বৃদ্ধি করে ৩৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সম্পূরক শুল্ক সামান্য বৃদ্ধি করে ৫৭ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এই স্তরে প্রতি শলাকা সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধি পাবে মাত্র ২০ পয়সা বা ৫.৪ শতাংশ। অথচ এসময়ে জনগণের মাথাপিছু আয় (নমিনাল) বেড়েছে ১১.৬ শতাংশ। বর্তমানে সিগারেট বাজারের প্রায় ৭২ শতাংশই নিম্নস্তরের সিগারেটের দখলে, যার প্রধান ভোক্তা নিম্ন আয়ের মানুষ। কাজেই সিগারেটের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে নিম্নস্তরের সিগারেটের মূল্য ও করহার কার্যকরভাবে বাড়ানো জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধি উভয়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। প্রস্তাবিত বাজেট পাশ হলে নিম্নস্তরের সিগারেটের প্রকৃত মূল্য হ্রাস পাবে এবং নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা বাড়বে এবং একই সাথে ধূমপান শুরু করতে পারে এমন তরুণ প্রজন্মকে ধূমপানে নিরুৎসাহিত করা যাবেনা।

প্রস্তাবিত বাজেটে মধ্যম স্তরে সিগারেটের দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে দশ শলাকা ৬৩ টাকা। অন্যদিকে, উচ্চ ও প্রিমিয়াম স্তরে দশ শলাকা সিগারেটের দাম যথাক্রমে ৪ টাকা এবং ৫ টাকা বৃদ্ধি করে ৯৭ টাকা এবং ১২৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই মূল্যবৃদ্ধির হার মাত্র ৪ শতাংশ (সারণি ১)। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির তুলনায় দামবৃদ্ধি অনেক কম হওয়ায় সিগারেটের প্রকৃতমূল্য হ্রাস পাবে এবং এইসব স্তরের ভোক্তার ব্যয় করার সক্ষমতা বেশি হওয়ায় সার্বিকভাবে সিগারেটের ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে পারে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ।

চিত্র ১: মূল্যস্তরভেদে সিগারেটের সম্পূরক শুল্ক

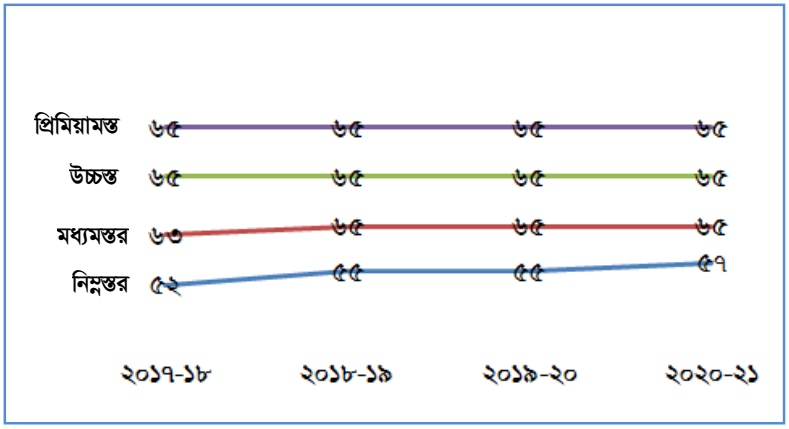

বিগত চার বছর ধরেই সিগারেটের সম্পূরক শুল্ক প্রায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে (চিত্র ১)। বিশেষত উচ্চ এবং প্রিমিয়াম স্তরে (সিগারেট রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসে এই দুইটি স্তর থেকে) সম্পূরক শুল্ক না বাড়িয়ে বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলোকে ব্যাপকভাবে মুনাফা করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। সম্পূরক শুল্ক না বাড়িয়ে কেবল মূল্যস্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে সিগারেটের দাম বাড়ানো হলে বর্ধিত মূল্যের একটি বড় অংশ তামাক কোম্পানির পকেটে চলে যায়, যা সরকারি কোষাগারে যেতে পারত। প্রস্তাবিত বাজেটে সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি এবং সম্পূরক শুল্কের একটি অংশ সুনির্দিষ্ট কর আকারে আরোপ না করায় সরকার অতিরিক্ত রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হবে এবং তামাক কোম্পানিগুলোর আয় বৃদ্ধি পাবে

ফলে তারা মৃত্যুবিপণনে আরো উৎসাহিত হবে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। উল্লেখ্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের The Revenue and Employment Outcome of Biri Taxation in Bangladesh, Dhaka: 2019 শীর্ষক এক গবেষণাতেও সুনির্দিষ্ট শুল্ক আরোপের সুপারিশ করা হয়েছে। বাজেটে এভাবে তামাক কোম্পানিকে লাভবান রেখে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জন আদৌ সম্ভব নয়।

সিগারেটের মূল্যস্তর সংখ্যা দুইটিতে কমিয়ে আনার জন্য তামাকবিরোধীরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসলেও প্রস্তাবিত বাজেটে তার কোন প্রতিফলন ঘটেনি, চারটি মূল্যস্তরই বহাল রাখা হয়েছে। এই চারটি মূল্যস্তরে ভিত্তিমূল্য ও কর-হার এ ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে বিশেষ করে নিম্নস্তর ও অতিউচ্চ স্তরের মধ্যে এই পার্থক্য অনেক বেশি। বিভিন্ন দামে সিগারেট ক্রয়ের সুযোগ অব্যাহত থাকায় সিগারেট ব্যবহার হ্রাসে কর ও মূল্যপদক্ষেপ সঠিকভাবে কাজ করবে না। কারণ, ৪টি মূল্যস্তর বজায় থাকলে একটি মূল্যস্তরে সিগারেটের দাম বাড়লে অথবা ভোক্তার জীবনমানে কোন পরিবর্তন ঘটলে ভোক্তা তার সিগারেটের পছন্দ (choice) সুবিধামতো স্তরে স্থানান্তর (switch) করার সুযোগ পাবে। সর্বশেষ প্রকাশিত গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে ২০১৭ এর ফলাফলেও দেখা গেছে, সার্বিকভাবে তামাকের ব্যবহার হ্রাস পেলেও সিগারেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২০০৯ সালের তুলনায় প্রায় ১৫ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ১ কোটি ৫০ লক্ষতে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, একাধিক স্তরপ্রথার সুযোগ নিয়ে তামাক কোম্পানিগুলোও উচ্চস্তরের সিগারেট নিম্নস্তরে ঘোষণা দিয়ে রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ পায়। বহুজাতিক তামাক কোম্পানি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে এই কৌশল অবলম্বন করে ১ হাজার ৯শ ২৪ কোটি টাকা কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

টানা চতুর্থ বছরের মত বিড়ির সম্পূরক শুল্ক ৩০ শতাংশে বহাল রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে (চিত্র ২), যা নি:সন্দেহে জনস্বাস্থ্যবিরোধী। করোনা মহামারীর মধ্যেই বিগত ২ মাস ধরে বিড়ি শ্রমিকদের ব্যবহার করে কারখানার মালিকপক্ষ যে অযৌক্তিক আন্দোলন চালিয়েছে তার ফল স্বরূপ বাজেট ঘোষণায় তাদেরকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটে ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকা বিড়ির মূল্য মাত্র ৪ টাকা বৃদ্ধি করে ১৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি না করায় বাড়তি মূল্যের সিংহভাগ অর্থাৎ ২ টাকা ১৬ পয়সা পাবে বিড়ি মালিকরা, সরকারের ঘরে আসবে মাত্র ১ টাকা ৮৪ পয়সা। অথচ এই বর্ধিতমূল্যের পুরোটাই রাজস্ব হিসেবে সরকারের কোষাগারে আসার সুযোগ ছিল।

চিত্র ২: বিড়ির মূল্য ও সম্পূরক শুল্ক

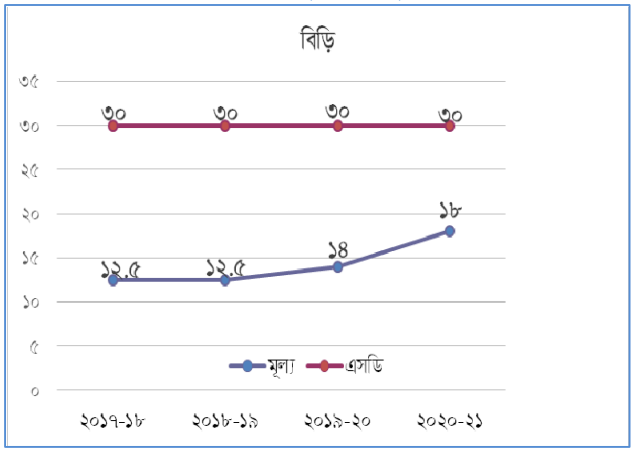

ফিল্টারবিহীন বিড়ির দাম শলাকা প্রতি মাত্র ১৬ পয়সা বৃদ্ধি করায় দরিদ্র মানুষ বিড়ি ব্যবহার ছেড়ে দিতে উৎসাহিত হবেনা। অন্যদিকে, ২০ শলাকা ফিল্টারযুক্ত বিড়ির দাম ২ টাকা বৃদ্ধি করে ১৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এরফলে শলাকা প্রতি দাম বাড়বে মাত্র ১০ পয়সা। ফিল্টারযুক্ত বিড়ির সম্পূরক শুল্ক ৪০ শতাংশ অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৯-২০ অর্থবছরের চূড়ান্ত বাজেটে ফিল্টারবিহীন বিড়ির সম্পূরক শুল্ক ৩০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু মালিক-শ্রমিকদের দাবি অনুযায়ী ১৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে এস.আর.ও (৩২২-আইন/২০১৯/৮৪-মূসক) জারি করে ফিল্টারবিহীন বিড়ির সম্পূরক শুল্ক কমিয়ে ৩০ শতাংশ নির্ধারণ করে দেয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী শ্রমঘন বিড়িশিল্পকে রক্ষা করতেই সম্পূরক শুল্ক কমানো হয়েছে (দৈনিক প্রথমআলো, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯)। তবে বিড়ি শ্রমিকদের সংখ্যা নিয়ে যে কাল্পনিক তথ্য কারখানা মালিকরা দিয়ে থাকেন, খোদ এনবিআর এর গবেষণাতেই তা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাদের গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বাংলাদেশে বিড়ি শিল্পে কর্মরত নিয়মিত, অনিয়মিত এবং চুক্তিভিত্তিক মিলিয়ে পূর্ণসময় কাজ করার সমতুল্য শ্রমিক সংখ্যা মাত্র ৪৬ হাজার ৯১৬ জন।

ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যে কার্যকরভাবে করারোপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্তত তিনটি কারণে ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের কর ও মূল্যবৃদ্ধি প্রয়োজন। এক, তামাক ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৫০ শতাংশেরও বেশি মানুষ (যাদের অধিকাংশ দরিদ্র এবং নারী) ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করেন; দুই, বাংলাদেশে ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের দাম অত্যন্ত সস্তা; তিন, মোট তামাক রাজস্বের মাত্র ০.২ শতাংশ (২০১৭-১৮ অর্থবছর) আসে ধোঁয়াবিহীন তামাক থেকে। প্রস্তাবিত বাজেটে প্রতি দশ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য মাত্র ৫ টাকা বৃদ্ধি করে ২০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এরফলে নারী এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে গুলের ব্যবহার খুব একটা কমবেনা। তবে, প্রতি দশ গ্রাম জর্দার দাম ১০ টাকা বাড়িয়ে ৪০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সন্তোষজনক হলেও যথেষ্ট নয়। জর্দা ও গুলের সম্পূরক শুল্ক ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৫৫ শতাংশ ধার্য করা হয়েছে। কর এবং মূল্য একসাথে বৃদ্ধি করায় ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য থেকে সরকার বিগত বছরের তুলনায় প্রায় ৪৩ শতাংশ বাড়তি রাজস্ব আয় অর্জন করতে পারবে। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বাংলাদেশে ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের উৎপাদন ও বিপণন চলে অনেকটা অনিয়ন্ত্রিতভাবে। ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য উৎপাদনে ভারি/দামি যন্ত্রপাতি এবং পুঁজির তেমন দরকার হয়না বলে গৃহস্থালি পর্যায়েও এগুলোর উৎপাদন হয়ে থাকে। এদেরকে করজালের মধ্যে আনাটাই এনবিআরের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

সাংবাদিক বন্ধুগণ

বাংলাদেশে ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ (৩৫.৩%) তামাক সেবন করেন। ৪ কোটি ১০ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ নিজ বাড়িতেই পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন। তামাক ব্যবহারের কারণে বাংলাদেশে প্রতিবছর ১ লক্ষ ২৬ হাজারের অধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করেন। প্রতিরোধযোগ্য এই মৃত্যু কখনই নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং সুরক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এছাড়াও সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদে প্রত্যেক নাগরিকের বেঁচে থাকার অধিকার রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের আইনগত বাধ্যবাধকতাও রয়েছে। সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) স্বাক্ষর করেছে এবং সে অনুযায়ী একটি শক্তিশালী তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করেছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ এসডিজি'র লক্ষ্য ৩এ এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী এফসিটিসি বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তামাকের মারাত্মক স্বাস্থ্যক্ষতি উপলব্ধি করে ২০১৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান স্পিকারস' সামিট এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। এর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অঙ্গীকারেও পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে, তামাক অর্থনীতির জন্যও বড় একটা বোঝা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তামাক ব্যবহারের অর্থনৈতিক ক্ষতির (চিকিৎসা ব্যয় এবং উৎপাদনশীলতা হারানো) পরিমাণ ছিল ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা, যা একই সময়ে (২০১৭-১৮) তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের (২২ হাজার ৮১০ কোটি টাকা) চেয়ে অনেক বেশি। কাজেই নৈতিক, আইনগত এবং অর্থনৈতিক কারণের পাশাপাশি ভবিষ্যতে যেকোন মহামারী থেকে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ অতীব জরুরি। তামাক নিয়ন্ত্রণে পরীক্ষিত উপায় হচ্ছে কার্যকরভাবে কর ও মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক ব্যবহার হ্রাস করা। গবেষণায় দেখা গেছে, করারোপের ফলে তামাকের প্রকৃত মূল্য ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে তামাকের ব্যবহার ৫ শতাংশ হ্রাস পায়, যা জনস্বাস্থ্যের নিরিখে প্রশংসনীয় সূচক হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু বাংলাদেশে তামাক-কর বিষয়ক তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, কার্যকর করারোপের অভাবে (যেমন, সিগারেটের ৪টি মূল্যস্তরসহ এড ভ্যালোরেম শুল্ক পদ্ধতি, বিড়ির ফিল্টার ও নন ফিল্টার বিভাজন, সুনির্দিষ্ট শুল্ক পদ্ধতি প্রচলন না করা, করারোপে মূল্যস্ফীতি ও আয় বৃদ্ধি বিবেচনা না করা) এখানে তামাকপণ্যের প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধি পায়নি উল্টো তামাকপণ্য সহজলভ্যই থেকে যাচ্ছে।

সুপ্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

বাংলাদেশে তামাকপণ্য অত্যন্ত সহজলভ্য হওয়ায় তামাকপণ্যের ব্যবহার কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কমছে না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৮ সালের তথ্যমতে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মিয়ানমারের পরেই বাংলাদেশে সবচেয়ে কম দামে সস্তা ব্রান্ডের সিগারেট পাওয়া যায়।[২] এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে সবচেয়ে কমদামি সিগারেটের মূল্য বাংলাদেশের কমদামি সিগারেটের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। কার্যকর কর ও মূল্য পদক্ষেপের মাধ্যমে তামকপণ্যের প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা দীর্ঘদিন যাবত সরকারের কাছে তামাক কর কাঠামোয় সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছিলাম। আমাদের দাবির প্রতি সাড়া দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণের কৌশল হিসেবে বর্তমান শুল্ক-কাঠামো সহজ করে একটি শক্তিশালী তামাক শুল্ক-নীতি গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেছেন যাতে জনগণের তামাকজাত পণ্যের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং একইসাথে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি পায়। তবে ৪ বছর পেরিয়ে গেলেও একটি সহজ তামাক করনীতি পাওয়া যায়নি।

এমতাবস্থায়, তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনের পথ সুগম করার পাশাপাশি কোভিড-১৯ সংকট মোকাবেলায় বাড়তি অর্থ সংস্থানের লক্ষ্যে তামাকপণ্যের ওপর নিম্নলিখিত কর ও মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব ২০২০-২১ অর্থবছরের চূড়ান্ত বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য পুনরায় তুলে ধরছি:

বাজেট প্রস্তাব

১. তামাকপণ্যে সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপসহ কার্যকর কর ও মূল্য পদক্ষেপ গ্রহণ

১.১ সিগারেটের মূল্যস্তর সংখ্যা ৪টি থেকে ২টিতে (নিম্ন এবং প্রিমিয়াম) নামিয়ে আনা

ক. ৩৭+ টাকা এবং ৬৩+ টাকা এই দুইটি মূল্যস্তরকে একত্রিত করে নিম্নস্তরে নিয়ে আসা; নিম্নস্তরে ১০ শলাকা সিগারটের **খুচরা মূল্য ন্যূনতম ৬৫ টাকা** নির্ধারণ করে ৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক এবং ১০ টাকা **সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক** আরোপ করা।

খ. ৯৩+ টাকা ও ১২৩+ টাকা এই দুইটি মূল্যস্তরকে একত্রিত করে প্রিমিয়াম স্তরে নিয়ে আসা; প্রিমিয়াম স্তরে ১০ শলাকা সিগারেটের **খুচরা মূল্য ন্যূনতম ১২৫ টাকা** নির্ধারণ করে ৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক এবং ১৯ টাকা **সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক** আরোপ করা।

১.২ বিড়ির ফিল্টার এবং নন-ফিল্টার মূল্য বিভাজন তুলে দেওয়া

ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকা বিড়ির **খুচরা মূল্য ৪০ টাকা** নির্ধারণ করে ৪৫% সম্পূরক শুল্ক ও **৬.৮৫ টাকা** সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; এবং ফিল্টারযুক্ত ২০ শলাকা বিড়ির **খুচরা মূল্য ৩২ টাকা** নির্ধারণ করে ৪৫% সম্পূরক শুল্ক এবং **৫.৪৮ টাকা** সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।

১.৩ ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের (জর্দা ও গুল) সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি করা

১০ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য ২৩ টাকা নির্ধারণ করা। প্রতি ১০ গ্রাম জর্দা ও গুলের উপর যথাক্রমে **৫.৭১ টাকা** ও **৩.৪৫ টাকা** সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক এবং ৪৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা;

২. সকল তামাকপণ্যের খুচরা মূল্যের ওপর ৩ শতাংশ হারে সারচার্জ আরোপ করা।

[২] WHO report on the global tobacco epidemic 2019. Available at: https://www.who.int/tobacco/global_report/en/

সুপারিশমালা

১. তামাকপণ্যের সহজলভ্যতা হ্রাস করতে মূল্যস্ফীতি এবং আয় বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি করা;
২. তামাকপণ্য ও ব্রান্ডের মধ্যে সম্পূরক শুল্ক ও মূল্য ব্যবধান কমিয়ে তামাক ব্যবহারকারীর ব্রান্ড ও পণ্য পরিবর্তনের সুযোগ সীমিত করা;
৩. সকল ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য উৎপাদনকারীকে সরকারের করজালের আওতায় নিয়ে আসা;
৪. একটি সহজ এবং কার্যকর তামাক কর নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (৫ বছর মেয়াদি) করা;
৫. কঠোর লাইসেন্সিং এবং ট্রেসিং ব্যবস্থাসহ তামাক কর প্রশাসন শক্তিশালী করা, কর ফাঁকির জন্য শাস্তিমূলক জরিমানার ব্যবস্থা করা;
৬. তামাকপণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক পুনর্বহাল করা;

ফলাফল

উল্লিখিত তামাক-কর ও মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হলে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত রাজস্ব আয় অর্জিত হবে। এছাড়াও ৩ শতাংশ সারচার্জ থেকে আরো ১ হাজার কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আয় অর্জন করা সম্ভব হবে। অতিরিক্ত এই অর্থ সরকার তামাক ব্যবহারের ক্ষতি হ্রাস এবং করোনা মহামারী সংক্রান্ত স্বাস্থ্য ব্যয় এবং প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে ব্যয় করতে পারবে। একইসাথে দীর্ঘমেয়াদে ৬ লক্ষ বর্তমান ধূমপায়ীর অকাল মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হবে এবং প্রায় ২০ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ী ধূমপান ছেড়ে দিতে উৎসাহিত হবে।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ

করোনাভাইরাস সংক্রমণ আমাদের আবারো মনে করিয়ে দিয়েছে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আগাম পদক্ষেপ গ্রহণ কতটা জরুরি। তাই চলমান মহামারী মোকাবিলা, দেশের জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং '২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' অর্জনের পথ সুগম করতে ২০২০-২১ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেটে তামাকপণ্যে করারোপ বিষয়ে উপরিল্লিখিত বাজেট প্রস্তাব সরকার পুনরায় বিবেচনা করবে এই আমাদের প্রত্যাশা।

প্রজ্ঞা এবং অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালায়েন্স- আত্মা'র উদ্যোগে তামাকবিরোধী সংগঠন বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি, বিসিসিপি, এসিডি, ইপসা, এইড ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ তামাকবিরোধী জোট, বিএনটিটিপি, বিটা, গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটি, নাটাব, টিসিআরসি, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, উফাত, তাবিনাজ, ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট, প্রত্যাশা এবং ভয়েস এর পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। সবাই নিরাপদ থাকুন, সুস্থ থাকুন, করোনাভাইরাস সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন।